



75057 - রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় কারা যাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা আবশ্যিক

---

প্রশ্ন

আল্লাহ তায়ালা ও রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার নিরিদশে দিয়েছেন।

আমার প্রশ্ন হলো: রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় কারা যাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা আবশ্যিক? এরা কবি বাবার দকি থেকে, নাকি মায়ের দকি থেকে, নাকি স্ত্রীর দকি থেকে?

প্রায় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের গণ্ডি নির্ধারণে আলমেদরে তিনটি অভিমত রয়েছে:

প্রথম অভিমত: রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের গণ্ডি হল: মাহরাম শ্রণীর আত্মীয়।

দ্বিতীয় অভিমত: রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় হলো যারা উত্তরাধিকারী হয়।

তৃতীয় অভিমত: বংশগত আত্মীয়রাই হলো রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়; চাই তারা উত্তরাধিকারী হোক কিংবা না হোক।

আলমেদরে মতামতগুলোর মধ্যে তৃতীয় মতটা সঠিক। অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা হলো বংশীয় আত্মীয়গণ; চাই তারা বাবার দকি থেকে আত্মীয় হোক কিংবা মায়ের দকি থেকে; তবে দুগ্ধপানের দকি থেকে নয়।

স্ত্রীর আত্মীয়গণ স্বামীর রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয় নন। আবার স্বামীর আত্মীয়গণ স্ত্রীর রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয় নন।

শাইখ আব্দুল আযীয বনি বায রাহমাহুল্লাহুক জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় ও নিকটাত্মীয় কারা? যহেতে কউে কউে বলে যে, স্ত্রীর আত্মীয়রা স্বামীর রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয় নয়?”

তিনি উত্তর দেন: “রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয় হল আপনার মা-বাবার দকিরে বংশীয় আত্মীয়রা। সূরা আনফাল ও আহযাবে



আল্লাহ তায়ালা বাণীর মাধ্যমে এরাই উদ্দেশ্য: “আর আল্লাহর বধিনে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা একে অপরের নকিটবর্তী।” (আনফাল: ৭৫) ও (আহযাব: ৬)।

তাদের মাঝে সবচেয়ে কাছের ব্যক্তি হল বাবা, মা, দাদা-পরদাদা, সন্তান-সন্ততি এবং তাদের বংশধররা। তারপর ক্রমান্বয়ে নকিট আত্মীয়রা; যমেন ভাই ও ভাইয়ের সন্তানরা, চাচা-ফুফু ও তাদের সন্তানরা, মামা-খালা ও তাদের সন্তানরা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, তাকে যখন কটে একজন প্রশ্ন করল: “আল্লাহর রাসূল! আমি কার সাথে সদাচরণ করব?” তিনি বললেন: “তোমার মা।” সে বলল: “তারপর?” তিনি বললেন: “তোমার মা।” সে বলল: “তারপর?” তিনি বললেন: “তোমার মা।” সে বলল: “তারপর?” তিনি বললেন: “তোমার বাবা। তারপর পর্যায়ক্রমে আত্মীয়তার নকিট অনুসারে।” হাদীসটি ইমাম মুসলিম তার সহীহ বইয়ে বর্ণনা করছেন। এ সংক্রান্ত অনেকে হাদীস রয়ছেন।

পক্ষান্তরে স্ত্রীর আত্মীয়রা স্বামীর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় নয়; যদি তারা স্বামীর সরাসরি আত্মীয় না হয়ে থাকে। বরং তারা তার স্ত্রীর ঘরে জন্ম নেওয়া সন্তানদের রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়। আর আল্লাহই তাওফিকিদাতা।” [ফাতাওয়া ইসলামিয়া: (৪/১৯৫)]।

সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর একজনরে আত্মীয় অন্যজনরে রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয় নয়। তবু তাদের সাথে সদাচরণ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ এটি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সুসম্পর্ক রক্ষার মধ্যে পড়ে এবং দুজনরে মাঝে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির উপায়গুলোর অন্যতম।

দুই:

আত্মীয়তার সম্পর্ক বশে কয়েকভাবে রক্ষা করা যায়। যমেন: দেখতে যাওয়া, দান করা, সদাচরণ করা, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদেরকে সংকাজরে নরিদশে দেওয়া ও মন্দকাজ থেকে নিষেধ করা, ইত্যাদি।

নবী রাহিমাহুল্লাহ বললেন: “আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অর্থ হল আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা। এটা সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং যার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা হচ্ছে তার অবস্থা অনুযায়ী হবে। কখনো এটি হবে সম্পদ দিয়ে, কখনো সবো দিয়ে, কখনো দেখা করার মাধ্যমে, কখনো সালাম দিয়ে বা অন্য কছির মাধ্যমে।” [শারহু মুসলিম: (২/২০১)]

শাইখ মুহাম্মাদ আস-সালহে আল-উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বললেন: “আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা প্রচলতি প্রথা ও মানুষরে প্রচলনরে উপর নরিভরশীল। কারণ কুরআন-সুনাহতে এর ধরন, প্রকার বা পরিমাণ কোনোটো বলা হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে নরিদশিট কোনোটো কছিত্তে সীমতি করে দেননি। ... বরং উন্মুক্ত রেখেছেন। তাই এক্ষেত্রে প্রচলতি প্রথাই অনুসরণ করতে হবে। প্রথা অনুযায়ী যটো করলে সম্পর্ক রক্ষা হয় সটোই সম্পর্ক রক্ষা। আর মানুষজন যটোক সম্পর্ক ছিন করা মনে করে সটোই সম্পর্ক ছিন করা বলে গণ্য হবে।” [সমাপ্ত] [রিয়াদুস সালাহীন (৫/২১৫)]



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।